পাউলো ফ্রেইরি

মুক্তির জন্য সাংস্কৃতিক প্রয়াস

কালচারাল অ্যাকশন ফর ফ্রিডম

boobook

অনুলিখন · সবিতা বিশ্বাস

অগ্রকথন, সম্পাদনা, টীকা · **সলিল বিশ্বাস**

BOOBOOK.CO

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত সকল ইমেজ ব্যবহারের অনুমতি নিয়মতান্ত্রিকভাবে নেয়া সম্ভব হয়নি। যদি ব্যবহৃত কোনো ইমেজের স্বত্বাধিকারী আপত্তি উত্থাপন করেন তবে পরবর্তী মুদ্রণ বা সংস্করণে সেই ইমেজ বাদ দেওয়া হবে।

কথামালাভিত্তিক গ্রন্থ বলে, অনুবাদকের নিজস্ব বানানরুচিকে অক্ষুণ্ন মানা হয়েছে। বিধায়, সব ক্ষেত্রে 'বাংলা একাডেমি' বানানবিধি অনুসরণ করা যায়নি। এ-নিয়ে পাঠকের যে-কোনো অস্বস্তির প্রতি আমরা অনুভূতিশীল।

muktir jonyo sanskritik proyas, transliteration of paulo freire's cultural action for freedom by sabita biswas and edited by salil biswas published by boobook, july 2020, dhaka, bangladesh.

* প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ইমেজটি অ্যালিস ভাসকনচেলোস অঙ্কিত, মনফকিরা প্রকাশিত বইয়ের প্রচ্ছদ হতে গৃহীত

ISBN 978-984-94720-5-6

পাঠকের মূল্য: ৳ ১৮৫ । ₹ ১৮৫ (সুলভ)
৳ ২৩৫ । ₹ ২৩৫ (শোভন)

* বুবুক বইটির ইমপ্রিন্ট স্বত্ব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মনফকিরা হতে প্রাপ্ত হয়েছে

গ্রন্থস্বত্ব

অনুলিখন © সবিতা বিশ্বাস
বই কপিরাইট © বুবুক

প্রথম মনফকিরা প্রকাশ • নভেম্বর ২০১৯
প্রথম বুবুক প্রকাশ • জুলাই ২০২০

পরিবেশক • বুবুক
পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশক • মনফকিরা

মুদ্রণ ও বাঁধাই • বাংলাদেশে তৈরি

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
noktaforge

boobook

বাড়ি ২৪৬/এ, সড়ক ১০এ, পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ

+৮৮০ ১৯১৯২৭৬৪৫৮
+৮৮০ ১৮৪৭ ২২৭৭৭৭

dak@boobook.co
www.boobook.co

boobook

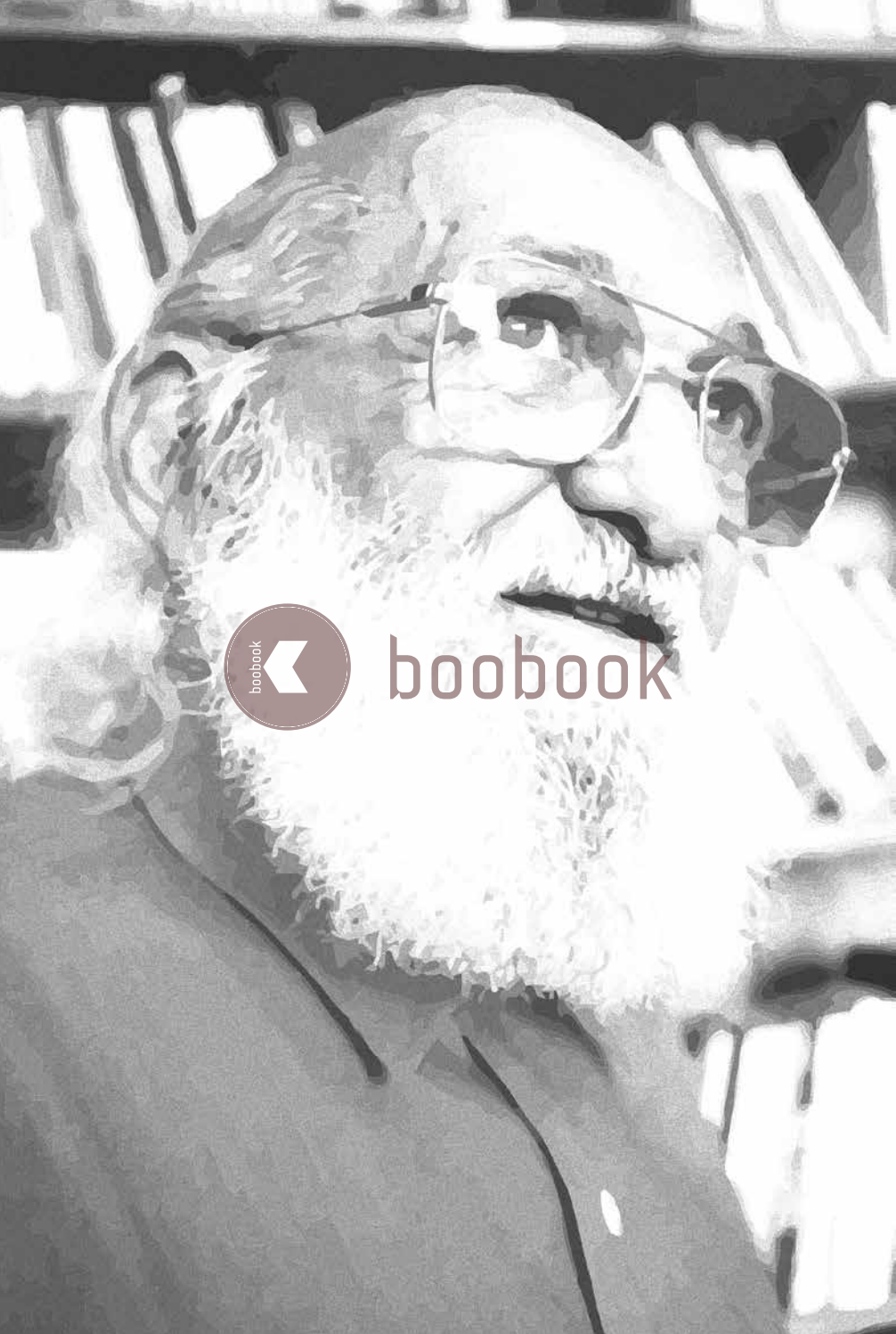
boobook
boobook

সূচি

অগ্রকথন ৯

পাউলো ফ্রেইরি : জীবনপঞ্জি ১৫

ভূমিকা ২৩

প্রথম ভাগ

মুক্তির জন্য সাংস্কৃতিক প্রয়াস হিসেবে
প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতা কার্যক্রম ৩৩

দ্বিতীয় ভাগ

সাংস্কৃতিক প্রয়াস এবং
বিশ্লেষণী চেতনা-উন্মেষ ৮১

গ্রন্থপঞ্জি ১৩৫

boobook

অগ্রকথন

boobook

পাউলো ফ্রেইরি-র ‘কালচারাল অ্যাকশন ফর ফ্রিডম’ বইটার অনুলিখন আমরা কেউ কেউ শুরু করেছিলাম গত শতকের আটের দশকে। তখন পড়েছি ‘পেডাগজি অব দ্য অপ্রেসড’, অনুবাদ করেছি ‘লেটার টু এ টিচার: স্কুল অব বারবিয়ানা’, শিক্ষাকেন্দ্র চালাচ্ছি সুইনহো স্ট্রিটে। ফ্রেইরি-র পদ্ধতি সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণা প্রয়োগ করার চেষ্টা করছি। ভালো পারছি কি না, সেটাও বুঝছি না। অনুলিখন কিছু দূর এগোতেই দেখলাম, অনেক ভুলভাল হচ্ছে। তাছাড়া, বাংলায় পাঠকপাচ্য (পাউলো, ক্ষমা করবেন) করে তোলার তাগিদে কালচারাল অ্যাকশন-এর জটিল দার্শনিক উচ্চারণকে ‘সোজা’ করে লিখতে গিয়ে লাঙ্গলে প্রচুর গোময় লেপনের ফলে রণে ভঙ্গ দিয়েছিলাম আমরা।

পাউলো ফ্রেইরি-কে নিয়ে বিশ্লেষণমূলক কাজ এখানে বিশেষ হয়নি। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের প্রয়োগও খুব বিস্তারিত ও সংগঠিতভাবে হয়নি। বিদ্যায়তনের অন্দরে বসে গবেষণা যথেষ্ট নয়। তাঁকে নিয়ে কোনো অর্থপূর্ণ কাজ করতে গেলে দেওয়ালের বাইরে না এলে চলবে না। তা না হলে মূল ব্যাপারটাই থেকে যাবে অধরা। সমস্যা হলো, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাও এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে পড়ে। দরকার চিন্তাভাবনাকে বাক্সের বাইরে নিয়ে আসা, জানলা দিয়ে বাইরে তাকানো। ‘শিক্ষাব্যবস্থা’ নামক জড়দ্গবটিকে ভাঙতে হলে, ফ্রেইরি-র

শিক্ষাচিন্তা অধ্যয়ন করা তাই খুবই জরুরি। তাঁর সব বই-ই পড়া উচিত, কিন্তু প্রথমে পড়া উচিত 'কালচারাল অ্যাকশন ফর ফ্রিডম', তার পরেই পড়া উচিত 'পেডাগজি অব দ্য অপ্রেসড'।

১৯৬৭-তে প্রকাশিত হয় পাউলোর প্রথম বই 'এডুকেশন অ্যাজ দ্য প্র্যাকটিস অব ফ্রিডম' এবং ১৯৬৮-তে প্রকাশিত হয় তাঁর সবচাইতে বিখ্যাত বই 'পেডাগজি অব দ্য অপ্রেসড'। 'কালচারাল অ্যাকশন ফর ফ্রিডম' প্রকাশিত হয় ১৯৭০-এ। আমাদের পড়তে পড়তে হয়ে যায় ১৯৮৬। আমরা অনুলিখনের (ব্যর্থ) কাজ শুরু করি এই সময়ে।

বাঙালি পাঠকের সুবিধার্থে 'নিপীড়িতের শিক্ষাবিজ্ঞান' নামে পেডাগজি অনুবাদ করেছেন তীর্থঙ্কর ও শুভঙ্কর চন্দ। ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল কালচারাল অ্যাকশন-এর প্রথম অনুবাদ 'মুক্তির জন্য সাংস্কৃতিক প্রয়াস'। কাজটি করেছিলেন পাহাড়ী চৌধুরী। বইটি এখন সহজপ্রাপ্য নয়। কালচারাল অ্যাকশন এই দ্বিতীয় বার বাংলায় এল, অনুলিখিত হয়ে।

পাউলো-র শিক্ষাচিন্তার মূল কথা হলো—প্রতিটি মানুষ এক-একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা, যিনি পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে পারেন এবং নতুন করে গড়তে পারেন। মানুষের চেতনা রূপ পায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর মানুষটির নিজস্ব পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে। তত্ত্ব-কর্ম-সমন্বয়ী বিশ্লেষণী চেতনা মানুষকে ভাবনা থেকে কাজে অগ্রসর হতে শেখায়। শোষকের আরোপিত নৈঃশব্দ্যের সংস্কৃতি নিপীড়ন জারি রাখতে সাহায্য করে এবং মিথ্যা কিছু ভাবনার মধ্যে মানুষকে আটকে রাখে। সেই নৈঃশব্দ্য ভাঙতে পারে একমাত্র শিক্ষা। সে দিক থেকে শিক্ষাদান একটি নাশকতামূলক কাজ। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যই হলো শিক্ষার্থীর (সেই সঙ্গে শিক্ষকেরও) তত্ত্ব-কর্ম-সমন্বয়ী বিশ্লেষণী চেতনায়নের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে মুক্তি অর্জনের পথ করে নেওয়া। সমগ্র শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে তাই 'কনশিয়েনটাইজ' (conscientize) করতে হবে। শিক্ষার 'হজমি' বা 'ব্যাঙ্কিং' তত্ত্বকে খারিজ করে কথোপকথন-বিনিময় (বা dialogic) পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে (শিক্ষাব্রতীকেও) বিশ্লেষণী চেতনা দিয়ে তার বাস্তবকে চিনে নিতে শিখতে হবে। পারিপার্শ্বিকের প্রতিটি উপাদান ও অংশকে 'সমস্যায়িত' (problematize) করে, সংকেতায়ন করে, ফিরে তার 'সংকেতভেদ' (codify/ decodify) করে জানতে হবে কোথায় কী লুকিয়ে আছে। আর এই চিনে নেওয়া মানেই হলো বাস্তবকে পালটানোর দিকে এক-পা এগোনো।

boiboook

ভূমিকা

boobook

আমার মনে হয়—আমার নিজের সুবিধার্থে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের সুবিধার জন্য—একেবারে শুরুতেই শিক্ষাকে মুক্তির জন্য সাংস্কৃতিক প্রয়াস হিসাবে দেখার ক্ষেত্রে আমার ধারণাগুলোর কিছু মৌলিক সূত্রকে সাধারণভাবে বোধগম্য করার জন্য পরিষ্কার করে নেওয়া জরুরি।

আরও একটা কারণে তা জরুরি। এই রচনার আলোচ্য বিষয় প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সাক্ষরতা। তাই তার অন্যতম প্রধান লক্ষ এটা দেখানো যে আমাদের সব কাজ কেবল মানুষ-এর জন্য। শিক্ষা হবে মুক্তির জন্য সাংস্কৃতিক প্রয়াস। সেই জন্যে তা জ্ঞানার্জনের একটা প্রক্রিয়া,[১] নিছক মুখস্থবিদ্যা নয়। এই প্রয়াসের জটিল সামগ্রিকতাকে একটা যান্ত্রিক তত্ত্ব হিসেবে কখনোই গণ্য করা যাবে না। তাহলে শিক্ষা জ্ঞান আহরণের উপায় হিসেবে প্রতীয়মান হবে না, বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার ক্ষেত্রে। পরিবর্তে তা শিক্ষাকে প্রকৌশলের এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমিত করে ফেলবে, যাকে নিরপেক্ষ ভাবাই হবে অতিসরলতা।[২] যার ফলে শিক্ষাপদ্ধতি এক বন্ধ্যা এবং আমলাতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের ছাঁদে বাঁধা চেহারা নেবে।

এটা নিছক কথার কথা নয়। জ্ঞান আহরণ করা আর মুখস্থ করার মধ্যে যে একটা মূলগত পার্থক্য রয়েছে, সে বিষয়ে আমরা পরে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলব।

প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতা প্রক্রিয়ার উপর এহেন গুরুত্ব দেবার পেছনে যেসব যুক্তি রয়েছে তা-ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরব।

কিন্তু প্রথমে উপস্থাপিত এই চিন্তা[৩] যে সামাজিক-ঐতিহাসিক বাতাবরণ থেকে গড়ে উঠেছে, এবং সেই সঙ্গে এই গড়ে-ওঠা সম্পর্কে সমালোচনামূলক ভাবনা-চিন্তার এত প্রয়োজন কেন, সেই বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নিতে হবে।

দ্বৈত চিন্তাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি[৪] যদি না থাকে, তাহলে চিন্তা এবং ভাষা দুয়ে মিলে যে পূর্ণতা, সেটা চিন্তাশীল পাত্র-ব্যক্তির বাস্তবতার দিকেই সর্বদা দৃষ্টি নির্দেশ করে। ব্যক্তি-মানুষ ও তার মূর্ত ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক বাস্তব প্রেক্ষাপটের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক থেকে অকৃত্রিম ভাবনা-ভাষার জন্ম হয়। পরনির্ভরশীল ও স্বাধীন-অবয়বহীন উদ্দিষ্ট সমাজগুলির প্রকৃতিগতভাবে বিচ্ছিন্নতাক্লিষ্ট (এলিয়েনেটেড) সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে তাদের ভাবনা-ভাষাও বিচ্ছিন্ন চেহারা নেয়। ঘটনা হলো, চরম বিচ্ছিন্নতার সময় এই সব সমাজ তাদের অকৃত্রিম কোনো চিন্তাধারাকে[৫] প্রতিভাত করতে পারে না। বাস্তবতা বলতে যা ভাবা হয়ে থাকে, বস্তুত তার সঙ্গে মানুষ যে বাস্তব অবস্থায় বাস করে তার কোনো মিল থাকে না। বিচ্ছিন্ন মানুষ তার কল্পনার বাস্তবতাতেই নিজেকে দেখে। বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতার ক্ষেত্রে—যে-বাস্তবতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন মানুষ চিন্তক ব্যক্তি[৬] হিসেবে সম্পর্কযুক্ত বোধ করে না—এই ভাবনা কার্যকর হাতিয়ার হয় না। কল্পিত এবং আকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতার ক্ষেত্রেও তা একইভাবে কার্যকর হয় না। অকৃত্রিম চিন্তায় নিহিত থাকে কর্ম-সক্ষমতা, কিন্তু সেই প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই চিন্তা হয়ে পড়ে অফলপ্রসূ, আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মধ্যে তা হারিয়ে যায়।

নির্দেশক সমাজের[৭] জীবনযাত্রার দুর্নিবার আকর্ষণে আকৃষ্ট বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হলো এক আকাঙ্ক্ষা-আর্ত[৮] মানুষ, যে তার নিজের জগতের প্রতি প্রকৃত ভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ক.

এই ধরনের নিয়ন্ত্রক সমাজগুলো স্বাভাবিক কারণেই নিজেরা উলটো এক রোগে ভুগে থাকে। নিজেদের চিন্তাধারার অমোঘত্ব সম্পর্কে তারা এতই নিশ্চিত হয় যে তাদের ধারণা এই চিন্তাধারাকে বেদবাক্য মনে করে অনুসরণ করাই নির্ভরশীল সমাজের কর্তব্য। এ কথা বলতে গিয়ে আমরা শুধু একটা সর্বজনপরিচিত সত্যের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মহানগর এবং নির্ভরশীল সমাজগুলোর সম্পর্কের মধ্যে অধস্তন সমাজের বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে তুলনা করা যায় একমাত্র প্রথমোক্তের প্রভুসুলভ আচরণের। একেই গেরেরিও রামোস বলেন 'দৃষ্টান্তবাদিতা'। দুই ক্ষেত্রেই অবশ্য এই উক্তিকে সব সময় সঠিক বলে ধরে নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ যেমন বিচ্ছিন্ন মানুষের মধ্যে অ-বিচ্ছিন্ন ধারায় চিন্তা করার মতো মানুষ আছে, তেমনি মহানগরেও অ-প্রভুসুলভ মনোভাবের মানুষজন আছে। দুই ক্ষেত্রেই, ভিন্ন ভিন্ন যুক্তিতে তাদের নিজ নিজ প্রাসঙ্গিক স্তরের প্রথাসিদ্ধ আচরণের বাইরে কাজ করে থাকে। [বাংলা অনুলেখক: 'একজেমপ্লারিজম'। আমার দৃষ্টান্তই শ্রেষ্ঠ এবং শুধু সেটাই অনুসরণযোগ্য। যেকোনো ধর্মগুরু বা রাজনৈতিক দলকেই এর উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।]

boobook

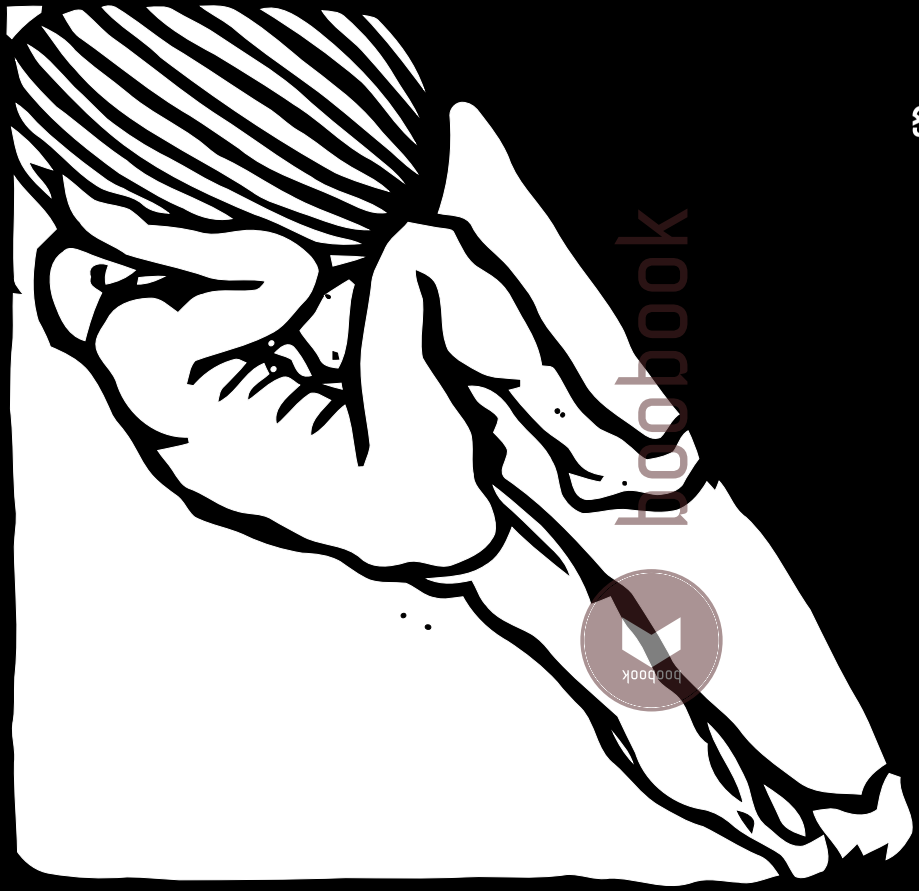

প্রথম ভাগ

pocketbook

প্রতিটি শিক্ষাচর্চা
মানুষ এবং পৃথিবী সম্পর্কে
একটা ধারণার
আভাস দিয়ে থাকে ”

boobook

অভিজ্ঞতা আমাদের শেখায়, আমরা যেন ধরে না নিই যে, যা কিছু প্রত্যক্ষগোচর তা-ই আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে পারি। সুতরাং এই সবার জানা সত্যটা থেকে আমরা শুরু করতে পারি। সব শিক্ষাচর্চাই শিক্ষকের নিজের একটা তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। সেই সঙ্গে কখনও অল্প মাত্রায়, কখনও বেশি মাত্রায় মানুষের এবং বিশ্বের একটা ব্যাখ্যা এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে থেকে যাবেই। এর অন্যথা হবার নয়। পৃথিবীতে মানুষের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানিয়ে নেবার যে প্রক্রিয়া, তা অন্যান্য প্রাণীর মতো কেবল ইন্দ্রিয়লব্ধ ভাবানুষঙ্গ নয়। সর্বোপরি চিন্তা-ভাষার সঙ্গে তা জড়িত, আর চিন্তা-ভাষা হলো কর্ম-তত্ত্ব সমন্বয়ী অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণের সফল প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা। আর এর দ্বারাই মানুষ বাস্তব জগতের রূপান্তর ঘটাতে পারে। পৃথিবীতে মানুষের ক্ষেত্রে এই মানসিক অভিযোজনের[১] প্রক্রিয়াকে কেবল বিষয়ীগত আত্মবাদী ঘটনা, বা কোনো নিছক বস্তুগত, বা কদর্থে যান্ত্রিক ঘটনা হিসেবে দেখা যাবে না। একে বুঝতে হবে আত্মবাদী ভাবনা এবং বস্তুমুখিনতার[২] মিলিত রূপ হিসেবে। পৃথিবীতে মানসিক অভিযোজনকে এইভাবে বুঝতে পারলে তবেই তা যেকোনো কর্ম-উদ্যোগের উদ্দেশ্যের প্রশ্ন আর বাস্তবের বিশ্লেষিত-বোধের প্রশ্নকে[৩] একই চেতনা-স্তরে নিয়ে আসতে পারবে।

O pai de Carlinhos se chama Antonio. Carlinhos é um bom menino, bem comportado e estudioso—চার্লসের বাবার নাম আন্তোনিও। চার্লস একজন ভালো, সদাচারী এবং অধ্যয়নশীল ছেলে।

Ada deu e dedo ao urubu? Davido, Ada deu o dedo a arara...[চ]

Se você trabalha com martelo e prego, tenha cuidado para nao furar o dedo—একটা পেরেকে ঘা দিতে হলে সাবধান থেকো যেন আঙুল না থেতো হয়ে যায়।[ছ]

কী করে লিখতে হয় পিটার জানত না। তার জন্য পিটার লজ্জা বোধ করত। একদিন পিটার একটা স্কুলে গেল এবং রাতের এক পাঠক্রমে নাম লেখাল। পিটারের শিক্ষক খুব ভালো। এখন পিটার পড়তে জানে। পিটারের মুখের দিকে তাকাও। (সাধারণভাবে এই শিক্ষাবস্তুগুলো সচিত্র হয়।) পিটার হাসছে। সে একজন সুখী মানুষ। ইতোমধ্যেই সে একটা ভালো চাকরি করে। প্রত্যেকেরই তার উদাহরণ অনুসরণ করা উচিত।

এ কথা বলার মধ্য দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে পিটারের মুখে হাসির কারণ সে পড়তে পারে, সে সুখী কারণ তার এখন একটা চাকরি হয়েছে, এবং সকলের কাছে সে অনুসরণ করার মতো একটা দৃষ্টান্ত। লেখকরা লেখাপড়া শেখা এবং ভালো চাকরি পাওয়ার মধ্যে একটা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করছেন, একেবারেই যা সত্যি নয়। এই সরলীকৃত বিশ্বাস, সাক্ষরতার পরিকাঠামো সম্পর্কে শুধু নয়, সাধারণভাবে সামাজিক ঘটনাবলি সম্পর্কে সত্যকে উপলব্ধি করার বিষয়ে সার্বিক ব্যর্থতারই পরিচায়ক। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো বোঝায় যে এমন ঘটনার অস্তিত্ব থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সমাজের যে কাঠামোতে তা থাকতে পারে তার সঙ্গে তাদের আন্তঃসম্পর্ককে ধরতে পারে না। এই সব ঘটনা যেন এক কল্পিত জগতে থাকে, বাস্তব পরিস্থিতির বাইরে বা ঊর্ধ্বে

চ.

এই বাক্যের অনুবাদ করে লাভ নেই, কারণ মূল পর্তুগিজ বাক্যটিই অর্থহীন। ব্যঞ্জনবর্ণ 'দ'-কে গুরুত্ব দেবার জন্য বাক্যটা রাখা হয়েছে।

ছ.

লেখক এখানে যোগ করে দিলেই পারতেন যে, 'কিন্তু যদি থেতো হয়েই যায়, বাছা, একটু মারকিউরোক্রোম লাগিয়ে নিও!'

boobook

থাকে, এবং এরা কোনো বিশেষ শ্রেণির মানুষের সহজাত নিকৃষ্টতার পরিণামে জন্মায়। অনগ্রসর পরিকাঠামোগুলোর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত সমসাময়িক নিরক্ষরতাকে 'নৈঃশব্দ্যের সংস্কৃতি'র একটা স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ রূপে বুঝতে না পারায় তা নিরক্ষরতার মোকাবিলায় কোনো বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়া দ্বারা প্রাপ্ত পদক্ষেপকে বিকল্প সমাধান হিসেবে আনতে পারে না। শুধু মানুষকে পড়তে-লিখতে শেখানো দিয়ে কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে ফেলা যায় না। যদি কর্মক্ষম সমস্ত মানুষের জন্য যথেষ্ট কাজের সুযোগ না থাকে, মানুষকে শুধু পড়তে-লিখতে শিখিয়ে কর্মসংস্থান করে ফেলা যাবে না।

এই পড়ুয়াদের একজন তার পঠিত পর পর দু-পাতায় রাখা নিম্নলিখিত দুটি পাঠ্য-অংশকে পরস্পরের সঙ্গে কী সম্পর্ক আছে, তা না দেখিয়েই পাঠক্রমের অংশ হিসাবে তাকে উপস্থাপন করে। প্রথম পাঠের বিষয় হলো পয়লা মে, 'শ্রমিক দিবস'-এর ছুটির দিন, যে দিনটাকে শ্রমিকরা তাদের সংগ্রামের স্মারকদিবস হিসাবে পালন করে থাকে। কিন্তু উল্লেখ করা হয় না কেমন করে বা কোথায় এই সব স্মারক-উৎসব পালন করা হয় এ-ও বলা হয় না, যে ঐতিহাসিক আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে তার প্রকৃতিই বা কী। দ্বিতীয় পাঠের প্রধান বিষয় হলো 'ছুটি'। তাতে বলা হয়েছে "এই দিনগুলোতে মানুষ সাঁতার কাটতে ও রৌদ্র-স্নানের জন্য সমুদ্রসৈকতে যায়...।" সুতরাং বলে দেওয়া হচ্ছে, পয়লা মে হলো নিছক একটা 'ছুটির দিন' এবং ছুটির দিনে লোকের সমুদ্রসৈকতে সাঁতার কাটতে যাওয়া উচিত। অর্থাৎ, ইউনিয়নের মিটিং ডেকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে জনসভায় তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য মিলিত হওয়ার পরিবর্তে শ্রমিকদের উচিত সাঁতার কাটতে যাওয়া।

অতএব এই পাঠ্যবস্তুগুলোকে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে এর মধ্যে মানুষ সম্পর্কে কী সরলীকৃত দৃষ্টিভঙ্গি মিশে আছে; তাদের পৃথিবী সম্পর্কে, দুয়ের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে, এবং সেই পৃথিবীতে সাক্ষরতা-প্রক্রিয়াকে কী বালখিল্য চিন্তা নিয়ে দেখা হয়ে থাকে।

A asa é da ave, *Eva viu a uva*, *O galo canta*, *O cachorro ladra* ইত্যাদি হলো সেই সব ভাষাগত শব্দমালা যাদের কেবল মুখস্থ করে যন্ত্রবৎ পুনরাবৃত্তি করা হয়, আর তখন তারা খাঁটি চিন্তা-ভাষার বিশুদ্ধ মাত্রা হিসেবে বাস্তবের সঙ্গে পারস্পরিক প্রাণবন্ত ক্রিয়াশীল সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত হয়। এভাবে বঞ্চিত হওয়ার ফলে তারা জীবনের প্রকৃত অর্থের অকৃত্রিম অভিব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে না।[১০]

boolbook